এ রাজ্যেও জমি পাচ্ছে ‘নিখরচা’র প্রাকৃতিক চাষ

সার-কথা

জীবামৃত (শুকনো বা তরল সার)

উপকরণ: গোবর, গোমূত্র, বেসন, পাকা কলা, চিটে গুড়, রাসায়নিকমুক্ত মাটি।

বীজামৃত (বীজশোধক)

উপকরণ: দেশি গরুর গোবর, গোমূত্র, কলিচুন, জল।

কীটনাশক

উপকরণ: নিমপাতা, নিমফল, নিশিন্দাপাতা, আকন্দপাতা, বেলপাতা, কালমেঘ, ধুতরোপাতা, ঢোলকলমি, ভাটপাতা, তামাকপাতা, আতাপাতা, পাতাবাহার, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, আদা, গোমূত্র, কেরোসিন।

(কীট অনুসারে অনুপান প্রযোজ্য)

মিলন দত্ত

বিপজ্জনক রাসায়নিক সারের দিন শেষ। অন্তত এ রাজ্যের নদিয়া-সুন্দরবনের কয়েকশো চাষির কাছে। বিষে ভরপুর রাসায়নিক কীটনাশককেও দূরে ঠেলেছেন ওঁরা। এবং ধার ধারছেন না ব্যয়বহুল ‘জৈবকৃষি’রও!

ওঁদের বিকল্পটা কী?

ওঁরা হাতে পেয়ে গিয়েছেন প্রায় নিখরচার প্রাকৃতিক চাষ। যার মূল মন্ত্র হল প্রাকৃতিক সার। অর্থাৎ গোবর-গোমূত্র-বেসন-চিটেগুড়-পাকা কলা বা দইয়ের মতো সহজলভ্য প্রাকৃতিক ও জৈব উপাদানে তৈরি তরল বা শুকনো সার। পরিভাষায় যাকে বলা হচ্ছে ‘জীবামৃত।’ আর প্রকৃতির কাছ থেকে উপকরণ আহরণ করে তা প্রকৃতিতেই ফিরিয়ে দেওয়ার এই কৃষিপদ্ধতিরই নাম ‘প্রাকৃতিক চাষ’ (ন্যাচারাল ফার্মিং)।

বস্তুতই ‘প্রকৃতি’ এর পরতে পরতে। প্রাকৃতিক চাষের নিয়মে রোপনের আগে বীজের মান উন্নত করতে বীজ ‘শোধন’ করতে হয়। তাই সহজলভ্য জৈব ও প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি হয় তরল বীজশোধক— ‘বীজামৃত।’ সস্তায় প্রাকৃতিক কীটনাশকেরও সংস্থান রয়েছে। হরেক কীট বা লাল মাকড়শা ধ্বংসের জন্য হরেক নিদান। উপকরণ, নিমপাতা-তামাকপাতা-গোমূত্র-আদা-রসুন জাতীয় ‘হাত বাড়ালেই পাওয়া’র মতো বস্তু।

এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, তামিলনাড়ুতে বড় জমিতে এখন ধান, ডাল, সবজি, আখ, এমনকী তুলোও ফলছে। প্রাকৃতিক চাষের স্রষ্টা, মহারাষ্ট্রের সুভাষ পালেকর বিদর্ভের অমরাবতী থেকে ফোনে বললেন, “প্রচলিত জৈব চাষও প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল নয়। তাতে যে কেঁচো লাগে, তা আফ্রিকা থেকে আমদানি করতে হয়, তাকে জমিতে বাঁচিয়ে রাখতে অনুকূল পরিবেশ গড়তে হয়। জৈব সারের দামও বেশি।” সেই তুলনায় প্রাকৃতিক চাষে খরচ নগণ্য। সুভাষের কথায়, “এ তো আসলে প্রকৃতির জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া। এতে প্রকৃতির উপরে বাড়তি চাপও কমানো যাবে।”

এবং আশার কথা, প্রাকৃতিক চাষ পশ্চিমবঙ্গেও ধীরে ধীরে জমি পাচ্ছে। নদিয়া জেলার করিমপুর-চাপড়া এবং সুন্দরবনের কয়েকশো চাষি ওই পদ্ধতিতে ধান, সবজি, ফল ও পান চাষ করছেন। ফলনও পাচ্ছেন ভাল। করিমপুরের অক্ষয় বিশ্বাস এ বছর বিঘে পাঁচেকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ধান চাষ করেছেন। তিনি বলছেন, “বাসমতী, গোবিন্দভোগ, চামরমণির দুর্দান্ত ফলন পেয়েছি। বহু চাষি আমার কাছে ব্যাপারটা জেনে গিয়েছেন।”

শুধু জানা নয়, তাঁদের অনেকে প্রাকৃতিক চাষ শুরুও করে দিয়েছেন। তাই করিমপুর ও আশপাশে পান চাষে ‘জীবামৃত’, ‘বীজামৃত’ ও প্রাকৃতিক কীটনাশক প্রয়োগ হচ্ছে ব্যাপক হারে। অক্ষয়বাবুর কথায়, “এত কম খরচে এত বড় পানের পাতা, আগে কেউ ভাবতেই পারেনি!” নদিয়ার ফুলকলমি গ্রামের মানস বায় এক বিঘে জমিতে রজনীগন্ধা আর বেশ খানিকটা পাট চাষ করেছেন প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে। তিনি বললেন, “ফুল চাষে রাসায়নিক সার বাবদ যে জমিতে ৫/৬ হাজার টাকা খরচ হয়, প্রাকৃতিক জৈব সার বানিয়ে দিলে খরচ মাত্র ৭০০ টাকা! অথচ ফলন অনেক বেশি!”

সুন্দরবনে আয়লার প্লাবনে নোনা ধরা জমিতেও প্রাকৃতিক কৃষি সাফল্য পেয়েছে। গত বছর বাসন্তীর কাছে জয়গোপালপুরে এই সংক্রান্ত কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলেন শতাধিক চাষি। সুন্দরবনের বালি দ্বীপের স্বপন মণ্ডল সেখানেই প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতি শিখে প্রয়োগ করেছেন নিজের জমিতে। স্বপনবাবু এখন বলছেন, “ভাবিইনি যে, ওই নোনা জমিতে ধান ফলানো যাবে। তা-ও সম্ভব হল!” সোনাখালির কালীদাস নস্কর জানাচ্ছেন, “পাশের জমির ফসল যখন নোনায় পুড়ছে, তখন আমার জমিতে পালং, মুলো, কপি ফলেছে তরতরিয়ে। একটা শিমগাছের পাতা হলুদ হয়ে প্রায় মরতে বসেছিল। গোচোনা আর টক দই মিশিয়ে স্প্রে করতেই যেন জীবন ফিরে পেল! তাতে ফলও হয়েছে।”

দীর্ঘ দিনের রাসায়নিক সার-কীটনাশকে বিধ্বস্ত মাটির প্রাণও ফেরায় প্রাকৃতিক চাষ।